যুগান্তর

তারিখ ..02 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

পে-স্কেল নিয়ে মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকরাও গ্রেড ১-এ

মুসতাক আহমদ

প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মতোই বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি কলেজ শিক্ষকদের এক নম্বর গ্রেডে উন্নীত করা হবে। মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত অষ্টম পে-স্কেলে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বাতিলের কারণে শিক্ষকরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তা নিরসনেই এ পদক্ষেপ নেয়া হবে। এ প্রক্রিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ করা হবে। রোববার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির প্রথম বৈঠকে এ প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে।

মন্ত্রিসভার এ বৈঠকের আগে পে-স্কেলে বৈষম্য নিরসনসহ বিভিন্ন দাবিতে সরকারি কলেজ শিক্ষকরা রাজধানীর শিক্ষাভবনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন লাগাতার কর্মবিরতি ২১ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করে। দাবি আদায়ে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রোববার থেকে এ কর্মবিরতি শুরুর আলটিমেটাম ছিল।

সূত্র জানিয়েছে, মন্ত্রিসভা কমিটির প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষকদের বিকল্প পদ্ধতিতে ১ নম্বর গ্রেডে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত করা হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের নির্দিষ্ট কিছু শর্তপূরণ করতে হবে। এর মধ্যে শিক্ষকতার বয়স, অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত থাকার বয়স, মোট পদের শতকরা হিসাব, একাডেমিক গবেষণা ও দক্ষতা ইত্যাদি শর্ত আরোপ করা হতে পারে।

শিক্ষা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আলাদা দুটি সূত্র জানায়, বিকল্প ওই পন্থাটি হবে 'পদোন্নতি'। অধ্যাপকের পর 'সিনিয়র

শিক্ষকরাও: পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

শিক্ষকরাও : গ্রেড ১-এ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অধ্যাপক' পদ সৃষ্টি করে সর্বোচ্চ গ্রেডে পদোন্নতি দেয়া হবে। এ ধরনের একটি প্রস্তাবনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মন্ত্রিসভা কমিটিতে দেয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে জানান, 'বৈঠকে কমিটির সদস্যরা বলেন, যেহেতু সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল থাকছে না, তাই তাদের বিকল্প পদ্ধতিতে হলেও আগের সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। যাতে তারা সর্বোচ্চ ধাপে পৌঁছাতে পারেন।' শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'কোন প্রক্রিয়ায় আগের সুবিধা নিশ্চিত করা হবে, সে পন্থা এখনও বের করা হয়নি। এজন্য বিকল্প পন্থা বের করা হবে। এটা করা গেলে শিক্ষকরা আগের মতোই সচিবের সমান থাকবেন। বিকল্প বের না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকদের সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বন্ধ হবে না।'

রোববার দুপুর পৌনে ২টায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সভাপতিত্বে বৈঠকটি শুরু হয়। বৈঠক শেষে বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম ধাপে কীভাবে বেতন-ভাতা দেয়া যায়, সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমরা সবার অভিমত নিয়ে বেতন কাঠামোর বৈষম্যের ইতিবাচক সমাধান চাই। কারও কোনো সুযোগ-সুবিধা কমানো হয়নি। সবার সুযোগ-সুবিধা বহাল রেখেই এ সপ্তাহের মধ্যে আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে সংশোধিত পে-স্কেলের সুপারিশ পাঠানো হবে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে এরপর মন্ত্রিসভা এটিকে অনুমোদন করবে। সরকারি চাকুরেদের টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, শুধু শিক্ষা ক্যাডারের ক্ষেত্রে ভেবে দেখা যেতে পারে। তবে অন্য ক্ষেত্রে এটি ফিরিয়ে আনার কোনো সুযোগ নেই।

সূত্র আরও জানায়, বৈঠকে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে আলোচনা হয়েছে চতুর্থ গ্রেডে পৌঁছে তাদের থেমে যাওয়ার যে পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে, তা নিরসন করা হবে। তবে তা কিভাবে করা হবে, তার রূপরেখা চলতি সপ্তাহে তৈরি করা হবে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী যুগান্তরকে বলেন, 'বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা সিলেকশন গ্রেড পাচ্ছেন। যদি বন্ধ করতে হয়, তাহলে তাদের বিকল্প দিয়েই এটা করা হবে। তারা আর তৃতীয় গ্রেডে গিয়ে 'ব্লকড' হবেন না। একই সঙ্গে এসএসবির (সুপেরিয়র সিলেকশন বোর্ড) মাধ্যমে ১ নম্বর গ্রেডে যাওয়ার পথও তৈরি করা হবে।'

২১ নভেম্বর পর্যন্ত কর্মবিরতি স্থগিত : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ক্লাবে সকাল ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের জরুরি বৈঠক শুরু হয়। দুপুর ২টায় শেষ হয়। পরে ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, দাবি পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় আমরা কর্মসূচি স্থগিত করেছি। আমরা আশা করছি, তার আগেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যদি তা না হয়, তাহলে আমরা ২১ নভেম্বর আবার সাধারণ সভায় বসব। সেখানেই পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণ করব। মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল বলেন, ২১ নভেম্বরের মধ্যে দাবি বাস্তবায়নের কার্যকর কোনো কিছু না পেলে ২২ নভেম্বর থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মসূচি শুরু হয়ে যাবে।

১ ঘণ্টার অবস্থান : পদ আপগ্রেডেশন ও অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেলে সৃষ্ট বৈষম্য নিরসনসহ ৩ দফা দাবিতে সরকারি কলেজ শিক্ষকরা রোববার শিক্ষা ভবনে এক ঘণ্টা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির ডাকে সকাল ১০টায় এ কর্মসূচি শুরু হয়। সমিতির মহাসচিব আইকে সেলিমউল্লাহ খোন্দকার জানান, সারা দেশ থেকে কয়েকশ' শিক্ষক এতে অংশ নিয়েছেন। সভাপতি নাসরীন বেগম বলেন, জাতীয় বেতন স্কেলে শিক্ষা ক্যাডারের পদগুলোর বেতন বৈষম্য নিরসনের দাবিকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত শিক্ষকরা ডাক্তর সংগ্রহ কর্মসূচি পালন করবেন। রোববার রাতেই সমিতির অফিস থেকে এ সংক্রান্ত ফরম বিভিন্ন শাখায় পাঠানো হয়েছে। পারে তা শিক্ষামন্ত্রীকে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা ও ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন।